BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

BUKHARI SHARIF (9TH VOLUME)

www.banglainternet.com

PART : RUGIDER BORNONA

كِتَابُ الْمَرْضٰى

রোগীদের বর্ণনা অধ্যায়

مَا جَاءَ فِيْ كَفَّارَةِ الْمَرَضِ ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : مَنْ يَعْمَلْ سُوْءً يُجْزَ بِهِ.

রোগের কাফ্ফারা ও ক্ষতিপূরণ এবং মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করবে তাকে সেই কাজের প্রতিফল দেওয়া হবে।

٥٢٣٨ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا مِنْ مُصِيْبَةٍ تُصِيْبُ الْمُسْلِمَ إِلاَّ كَفَّرَ اللهُ بِهَا عَنْهُ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا -

৫২৩৮ আবুল ইয়ামান হাকাম ইব্‌ন নাফি (র)..... নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মুসলমান ব্যক্তির উপর যে সকল বিপদ-আপদ আপতিত হয় এর দ্বারা আল্লাহ্ তার পাপ মোচন করে দেন। এমনকি যে কাঁটা তার শরীরে বিদ্ধ হয় এর দ্বারাও।

٥٢٣٩ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا يُصِيْبُ الْمُسْلِمُ مِنْ نَصَبٍ وَلاَ وَصَبٍ وَلاَ هَمٍّ وَلاَ حُزْنٍ وَلاَ أَذًى وَلاَ غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلاَّ كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ -

৫২৩৯ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)..... আবূ সাঈদ খুদরী ও আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ মুসলিম ব্যক্তির উপর যে সকল যাতনা, রোগ ব্যাধি, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, কষ্ট ও পেরেশানী আপতিত হয়, এমন কি যে কাঁটা তার দেহে বিদ্ধ হয়, এ সবের দ্বারা আল্লাহ্ তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন।

banglainternet.com

٥٢٤٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَالْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ ، تُقِيْمُهَا الرِّيْحُ مَرَّةً ، وَتَعْدِلُهَا مَرَّةً ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَالأَرْزَةِ لاَ تَزَالُ حَتّٰى يَكُوْنَ انْجِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً * وَقَالَ زَكَرِيَّاءُ حَدَّثَنِيْ سَعْدٌ حَدَّثَنَا ابْنُ كَعْبٍ عَنْ أَبِيْهِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ

৫২৪০ মুসাদ্দাদ (র)..... কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ মু'মিন ব্যক্তির উদাহরণ হল সে শস্যক্ষেত্রের নরম চারা গাছের ন্যায়, যাকে বাতাস একবার কাত করে ফেলে, আরেক বার সোজা করে দেয়। আর মুনাফিকের উদাহরণ, সে যেন ভূমির উপর কঠিনভাবে স্থাপিত বৃক্ষ, যাকে কোন ক্রমেই নোয়ানো যায় না। অবশেষে এক ঝটকায় মূলসহ তা উৎপাটিত হয়ে যায়। যাকারিয়্যা তাঁর পিতা কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত তিনি নবী ﷺ থেকে আমাদের কাছে এরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٢٤١ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَلِيٍّ مِنْ بَنِيْ عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ مِنْ حَيْثُ أَتَتْهَا الرِّيْحُ كَفَأَتْهَا فَإِذَا اعْتَدَلَتْ تَكَفَّأُ بِالْبَلاَءِ ، وَ الْفَاجِرُ كَالأَرْزَةِ صَمَّاءُ مُعْتَدِلَةً حَتّٰى يَقْصِمَهَا اللهُ إِذَا شَاءَ -

৫২৪১ ইব্রাহীম ইব্ন মুনযির (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ মু'মিন ব্যক্তির উপমা হল, সে যেন শস্যক্ষেত্রের কোমল চারাগাছ। যে কোন দিক থেকেই তার দিকে বাতাস আসলে বাতাস তাকে নুইয়ে দেয়। আবার (যখন বাতাসের প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় তখন তা সোজা হয়ে দাঁড়ায়।(তদ্রূপ অবস্থা হল মু'মিনের) বালা মুসিবত তাকে নোয়াতে থাকে। আর ফাসিক হল শক্ত ভূমির উপর কঠিনভাবে সোজা হয়ে দাঁড়ানো বৃক্ষের ন্যায়, যাকে আল্লাহ্ যখন ইচ্ছা করেন ভেংগে দেন।

٥٢٤٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ صَعْصَعَةَ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ يَسَارٍ أَبَا الْحُبَابِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ

banglainternet.com

৫২৪২ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ আল্লাহ্ যে ব্যক্তির কল্যাণ কামনা করেন তাকে তিনি মুসীবতে লিপ্ত করেন।

٢٢٥١ . بَابَ شِدَّةِ الْمَرَضِ

২২৫১. পরিচ্ছেদ ঃ রোগের তীব্রতা

٥٢٤٣ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ * حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشَدَّ عَلَيْهِ الْوَجْعُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ -

৫২৪৩ কাবীসা (র) ও বিশর ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর চাইতে অধিক রোগ যাতনা ভোগকারী অন্য কাউকে দেখিনি।

٥٢٤٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ مَرَضِهِ وَهُوَ يُوْعَكُ وَعْكًا شَدِيْدًا وَقُلْتُ إِنَّكَ لَتُوْعَكُ وَعْكًا شَدِيْدًا ، قُلْتُ إِنَّ ذَاكَ بِأَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ ، قَالَ أَجَلْ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيْبُهُ أَذًى إِلاَّ حَاتَّ اللهُ عَنْهُ خَطَايَاهُ كَمَا تَحَاتُّ وَرَقُ الشَّجَرِ -

৫২৪৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র)..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর পীড়িত অবস্থায় তাঁর কাছে গেলাম। এ সময় তিনি কঠিন জ্বরে আক্রান্ত হয়েছিলেন। আমি বললাম ঃ নিশ্চয়ই আপনি কঠিন জ্বরে আক্রান্ত। আমি এও বললাম যে, এটা এ জন্য যে, আপনার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব রয়েছে। তিনি বললেন ঃ হাঁ। যে কোন মুসলিম মুসীবতে আক্রান্ত হয়, তার উপর থেকে গুনাহসমূহ এভাবে ঝরে যায়, যে ভাবে বৃক্ষ থেকে ঝরে যায় তার পাতাগুলো।

٢٢٥٢ . بَابُ أَشَدُّ النَّاسِ بَلاَءِ الأَنْبِيَاءِ ثُمَّ الأَوَّلُ فَالأَوَّلُ

২২৫২. পরিচ্ছেদ ঃ মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন নবীগণ। এরপরে ক্রমান্বয়ে প্রথম ব্যক্তি এবং পরবর্তী প্রথম ব্যক্তি

٥٢٤٥ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِيْ حَمْزَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُوْعَكُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّكَ تُوْعَكُ وَعْكًا شَدِيْدًا قَالَ أَجَلْ إِنِّيْ أُوْعَكُ كَمَا يُوْعَكُ رَجُلاَنِ مِنْكُمْ ، قُلْتُ ذٰلِكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ ؟ قَالَ أَجَلْ ذٰلِكَ كَذٰلِكَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيْبُهُ أَذًى شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا إِلاَّ كَفَّرَ اللهُ بِهَا سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا -

banglainternet.com

৫২৪৫ আবদান (র)..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে গেলাম। তখন তিনি জ্বরে ভুগছিলেন। আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি তো কঠিন জ্বরে আক্রান্ত। তিনি বললেন ঃ হাঁ। তোমাদের দু'ব্যক্তি যতটুকু জ্বরে আক্রান্ত হয়, আমি একাই ততটুকু জ্বরে আক্রান্ত হই। আমি বললাম ঃ এটি এজন্য যে, আপনার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সাওয়াব। তিনি বললেন ঃ হাঁ ব্যাপারটি এমনই। কেননা যে কোন মুসলিম মুসীবতে আক্রান্ত হয়, চাই তা একটি কাঁটা কিংবা আরো ক্ষুদ্র কিছু হোক না কেন, এর দ্বারা আল্লাহ্ তার গুনাহগুলোকে মুছে দেন, যে ভাবে গাছ থেকে পাতাগুলো ঝরে যায়।

٢٢٥٣. بَابُ وُجُوْبِ عِيَادَةِ الْمَرِيْضِ

২২৫৩. পরিচ্ছেদ ঃ রোগীর সেবা করা ওয়াজিব

٥٢٤٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَطْعِمُوْا الْجَائِعَ وَعُوْدُوا الْمَرِيْضَ وَفُكُّوا الْعَانِيَ -

৫২৪৬ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা ক্ষুধার্তকে খাবার দাও, রোগীর সেবা কর এবং কয়েদীকে মুক্ত কর।

٥٢٤٧ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ نَهَانَا عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَلُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَعَنِ الْقَسِّيِّ وَالْمِيْثَرَةِ وَأَمَرَنَا أَنْ نَتْبَعَ الْجَنَائِزَ وَنَعُوْدَ الْمَرِيْضَ وَنُفْشِيَ السَّلَامَ -

৫২৪৭ হাফস ইব্ন উমর (র)..... বারা' ইব্ন 'আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের সাতটি জিনিসের আদেশ দিয়েছেন এবং সাতটি বিষয়ে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদের নিষেধ করেছেন ঃ সোনার আংটি, মোটা ও পাতলা এবং কারুকার্য খচিত রেশমী কাপড় ব্যবহার করতে এবং কাস্সী ও মিয়সারা কাপড় ব্যবহার করতে। আর তিনি আমাদের আদেশ করেছেন ঃ আমরা যেন জানাযার অনুসরণ করি, রোগীর সেবা করি এবং বেশী বেশী করে সালাম করি।

banglainternet.com

٢٢٥٤. بَابُ عِيَادَةِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ

২২৫৪. পরিচ্ছেদ ঃ সংজ্ঞাহীন ব্যক্তির সেবা করা

٥٢٤٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ مَرِضْتُ مَرَضًا فَأَتَانِي النَّبِيُّ ﷺ يَعُوْدُنِيْ وَأَبُوْ بَكْرٍ وَهُمَا مَاشِيَانِ ، فَوَجَدَانِيْ أُغْمِيَ عَلَيَّ ، فَتَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ صَبَّ وَضُوْءَهُ عَلَيَّ ، فَأَفَقْتُ فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِيْ مَالِ كَيْفَ أَقْضِيْ فِيْ مَالِيْ فَلَمْ يُجِبْنِيْ بِشَيْءٍ ، حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيْرَاثِ -

৫২৪৮ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (রা)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লাম। তখন নবী ﷺ ও আবূ বক্র (রা) পায়ে হেঁটে আমার খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য আমার নিকট আসলেন। তাঁরা আমাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পেলেন। তখন নবী ﷺ অযূ করলেন। তারপর তিনি তাঁর অবশিষ্ট পানি আমার গায়ের উপর ছিটিয়ে দিলেন। ফলে আমি সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে দেখলাম, নবী ﷺ উপস্থিত। আমি নবী ﷺ কে বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার সম্পদের ব্যাপারে আমি কি করবো? আমার সম্পদের ব্যাপারে কি পদ্ধতিতে আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো? তিনি তখন আমাকে কোন উত্তর দিলেন না। অবশেষে মীরাসের আয়াত নাযিল হল।

٢٢٥٥ . بَابُ فَضْلِ مَنْ يُصْرَعُ مِنَ الرِّيْحِ

২২৫৫. পরিচ্ছেদ ঃ মৃগী রোগে আক্রান্ত রোগীর ফযীলত

٥٢٤٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عِمْرَانَ أَبِيْ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَطَاءُ بْنُ أَبِيْ رَبَاحٍ قَالَ قَالَ لِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَلاَ أُرِيْكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلٰى قَالَ هٰذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ إِنِّيْ أُصْرَعُ وَإِنِّيْ أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللهَ لِيْ قَالَ إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَكِ فَقَالَتْ أَصْبِرُ فَقَالَتْ إِنِّيْ أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللهَ أَنْ لاَ أَتَكَشَّفَ فَدَعَا لَهَا -

৫২৪৯ মুসাদ্দাদ (র)..... আতা ইব্ন আবূ রাবাহ্ (র) থেকে বর্ণিত : তিনি বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) আমাকে বললেন ঃ আমি কি তোমাকে একজন জান্নাতী মহিলা দেখাবো না? আমি বললাম ঃ অবশ্যই। তখন তিনি বললেন ঃ এই কৃষ্ণ বর্ণের মহিলাটি, সে নবী ﷺ -এর নিকট এসেছিল। তারপর সে বলল ঃ আমি মৃগী রোগে আক্রান্ত হই এবং এ অবস্থায় আমার ছতর খুলে যায়। সুতরাং আপনি আমার জন্য আল্লাহ্র কাছে দু'আ করুন। নবী ﷺ বললেন ঃ তুমি যদি চাও, ধৈর্য ধারণ করতে পার। তোমার জন্য থাকবে জান্নাত। আর তুমি যদি চাও, তাহলে আমি আল্লাহ্র কাছে দু'আ

banglainternet.com

করি, .যেন তোমাকে নিরাময় করেন। মহিলা বলল ঃ আমি ধৈর্য ধারণ করবো। সে বলল ঃ তবে যে সে অবস্থায় ছতর খুলে যায়। কাজেই আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করুন যেন আমার ছতর খুলে না যায়। নবী ﷺ তাঁর জন্য দু'আ করলেন।

٥٢٥٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا مَخْلَدٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ رَأَى أُمَّ زُفَرَ تِلْكَ امْرَأَةً طَوِيلَةً سَوْدَاءَ عَلَى سِتْرِ الْكَعْبَةِ -

৫২৫০ মুহাম্মদ (রা)..... আতা (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি সেই উম্মে যুফার (রা) কে দেখেছেন কা'বার গিলাফ ধরা অবস্থায়। সে ছিল দীর্ঘ দেহী কৃষ্ণ বর্ণের এক মহিলা।

٢٢٥٦ . بَابُ فَضْلِ مَنْ ذَهَبَ بَصَرُهُ

২২৫৬. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তি চলে গেছে তার ফযীলত

٥٢٥١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللهَ قَالَ إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ يُرِيدُ عَيْنَيْهِ * تَابَعَهُ أَشْعَثُ ابْنُ جَابِرٍ وَأَبُو ظِلَالٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৫২৫১ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ্ বলেছেন ঃ আমি যদি আমার কোন বান্দাকে তার অতি প্রিয় দু'টি জিনিসের ব্যাপারে পরীক্ষায় ফেলি, আর সে তাতে ধৈর্য ধারণ করে, তাহলে আমি তাকে সে দু'টির বিনিময়ে দান করবো জান্নাত। আনাস (রা) বলেন, দু'টি প্রিয় জিনিস বলে তার উদ্দেশ্য হল সে ব্যক্তির চক্ষুদ্বয়। অনুরূপ বর্ণনা করেছেন আশ্'আস ইব্‌ন জাবির ও আবূ যিলাল (র) আনাস (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে।

٢٢٥٧ . بَابُ عِيَادَةِ النِّسَاءِ الرِّجَالَ ، وَعَادَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ مِنَ الأَنْصَارِ

২২৫৭. পরিচ্ছেদ ঃ মহিলাদের পুরুষ রোগীর সেবা করা। উম্মে দারদা (রা) মসজিদে অবস্থানকারী জনৈক আনসার ব্যক্তির সেবা করেছিলেন

banglainternet.com

٥٢٥٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا قُلْتُ يَا أَبَتِ

كَيْفَ تَجِدُكَ وَيَا بِلاَلُ كَيْفَ تَجِدُكَ قَالَتْ وَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَّى يَقُوْلُ :

كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِيْ أَهْلِهِ + وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ

وَكَانَ بِلاَلٌ إِذَا أُقْلِعَتْ عَنْهُ يَقُوْلُ:

أَلاَ لَيْتَ شِعْرِيْ هَلْ أَبِيْتَنَّ لَيْلَةً + بِوَادٍ وَ حَوْلِيْ إِذْخِرٌ وَ جَلِيْلُ

وَ هَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مِجَنَّةٍ + وَ هَلْ تَبْدُوَنْ لِيْ شَامَةٌ وَطَفِيْلُ

قَالَتْ عَائِشَةُ فَجِئْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اللّٰهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ اللّٰهُمَّ وَصَحِّحْهَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ مُدِّهَا وَصَاعِهَا وَانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ -

৫২৫২ কুতায়বা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনায় আসলেন,তখন আবূ বক্‌র ও বিলাল (রা) জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। তিনি বলেন ঃ আমি তাঁদের কাছে গেলাম এবং বললাম ঃ হে আব্বাজান! আপনি কেমন অনুভব করছেন? হে বিলাল, আপনি কেমন অনুভব করছেন? আবূ বক্‌র (রা)-এর অবস্থা ছিল, তিনি যখন জ্বরে আক্রান্ত হতেন তখন তিনি আবৃত্তি করতেন ঃ "সব মানুষ সুপ্রভাত ভোগ করে আপন পরিবার পরিজনের মধ্যে, আর মৃত্যু অপেক্ষমান থাকে তার জুতার ফিতার চেয়ে সন্নিকটে।" বিলাল (রা)-এর জ্বর যখন থামত তখন তিনি বলতেন ঃ "হায়! আমি যদি লাভ করতাম একটি রাত কাটানোর সুযোগ এমন উপত্যকায় যে আমার পাশে আছে ইয্‌খির ও জালীল ঘাস। যদি আমার অবতরণ হতো কোন দিন মাজিন্নার কূপের কাছে। হায়! আমি কি কখনো দেখা পাব শামা ও তাফীলের।"[১] আয়েশা (রা) বলেন, এরপর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে তাঁকে এদের অবস্থা জানালাম। তখন তিনি দু'আ করে বললেন ঃ হে আল্লাহ্! মদীনাকে আমাদের কাছে প্রিয় করে দাও, যে রূপে তুমি আমাদের কাছে মক্কা প্রিয় করে দিয়েছিলে কিংবা সে অপেক্ষা আরো অধিক প্রিয় করে দাও। হে আল্লাহ্! আর মদীনাকে উপযোগী করে দাও এবং মদীনার মুদ্দ ও সা' এর ওযনে বরকত দাও। আর এখানকার জ্বরকে স্থানান্তরিত করে জুহ্‌ফা এলাকায় স্থাপন করে দাও।

٢٢٥٨ . بَابُ عِيَادَةِ الصِّبْيَانِ

২২৫৮. পরিচ্ছেদ ঃ অসুস্থ শিশুদের সেবা করা

٥٢٥٣ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عَاصِمٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ ابْنَةً لِلنَّبِيِّ ﷺ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ وَهُوَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَسَعْدٌ

banglainternet.com

১. শামা ও তাফীল মক্কা শরীফের দু'টি পর্বতের নাম। কারো কারো মতে দু'টি কূপের নাম।

وَأُبَيٌّ نَحْسِبُ أَنَّ ابْنَتِي قَدْ حُضِرَتْ فَاشْهَدْنَا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا السَّلاَمَ ،وَيَقُوْلُ إِنَّ لله مَا أَخَـــذَ وَمَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ مُسَمًّى فَلْتَحْتَسِبْ وَلْتَصْبِرْ ، فَأَرْسَلَتْ تُقْسِمُ عَلَيْهِ ، فَقَامَ النَّبِـــيُّ ﷺ وَقُمْنَا ، فَرُفِعَ الصَّبِيُّ فِيْ حَجْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ ، فَفَاضَتْ عَيْنَا النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ مَا هَذَا يَا رَسُوْلَ الله ؟ قَالَ هٰذِهِ رَحْمَةٌ وَضَعَهَا اللهُ فِيْ قُلُوْبِ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ ، وَ لاَ يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ إِلاَّ الرُّحَمَاءَ -

৫২৫৩ হাজ্জাজ ইব্ন মিনহাল (র)..... উসামা ইব্ন যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ -এর এক কন্যা (যায়নাব) তাঁর কাছে সংবাদ পাঠিয়েছেন, এ সময় উসামা, সা'দ ও সম্ভবতঃ উবায় (রা) নবী ﷺ -এর সংগে ছিলেন। সংবাদ ছিল এ মর্মে যে, (যায়নাব বলেছেন) আমার এক শিশুকন্যা মৃত্যুশয্যায় শায়িত। কাজেই আপনি আমাদের এখানে আসুন। উত্তরে নবী ﷺ তাঁর কাছে সালাম পাঠিয়ে বলে দিলেন ঃ সব আল্লাহ্র ইখ্তিয়ার। তিনি যা চান নিয়ে নেন, আবার যা চান দিয়ে যান। তাঁর কাছে সব কিছুরই একটা নির্ধারিত সময় আছে। কাজেই তুমি ধৈর্যধারণ কর এবং উত্তম প্রতিদানের আশায় থাকো। তারপর আবারো তিনি নবী ﷺ -এর কাছে কসম ও তাগিদ দিয়ে সংবাদ পাঠালে নবী ﷺ উঠে দাঁড়ালেন। আমরাও দাঁড়িয়ে গেলাম। এরপর শিশুটিকে নবী ﷺ -এর কোলে তুলে দেওয়া হল। এ সময় তার নিঃশ্বাস দ্রুত উঠানামা করছিল। নবী ﷺ -এর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগলো। সা'দ (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটা কি? তিনি উত্তর দিলেন ঃ এটা রহমত। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা করেন তার অন্তরে এটিকে স্থাপন করেন। আর আল্লাহ্ তাঁর মেহেরবান বান্দাদের প্রতিই মেহেরবানী করে থাকেন।

٢٢٥٩. بَابُ عِيَادَةِ الْأَعْرَابِ

২২৫৯. পরিচ্ছেদ ঃ অসুস্থ বেদুঈনদের সেবা করা

٥٢٥٤ حَدَّثَنَا مَعْلَى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُخْتَارٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيٍّ يَعُوْدُهُ ، قَالَ وَكَانَ النَّبِـــيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيْضٍ يَعُوْدُهُ فَقَالَ لَهُ لاَ بَأْسَ طَهُوْرٌ إِنْ شَاءَ اللهُ قَالَ قُلْتَ طَهُوْرٌ كَلاَّ بَلْ هِـــيَ حُمَّى تَفُوْرُ أَوْ تَثُوْرُ عَلَى شَيْخٍ كَبِيْرٍ تُزِيْرُهُ الْقُبُوْرَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَنَعَمْ إِذًا -

৫২৫৪ মু'আল্লা ইব্ন আসাদ (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ জনৈক বেদুঈনের কাছে গিয়েছিলেন, তার রোগের খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য। বর্ণনাকারী বলেন, আর নবী ﷺ -এর নিয়ম ছিল, তিনি যখন কোন রোগীকে দেখতে যেতেন তখন তাকে বলতেন ঃ কোন ক্ষতি নেই। ইন্শাআল্লাহ্ তুমি তোমার গুনাহসমূহ থেকে পবিত্রতা লাভ করবে। তখন বেদুঈন বললঃ

banglainternet.com

আপনি কি বলেছেন যে, এটা গুনাহ থেকে পবিত্র করে দেবে? কখনো নয়, বরং এটা এমন এক জ্বর যা এক অতি বৃদ্ধকে গরম করছে কিংবা সে বলেছে উত্তপ্ত করছে, যা তাকে কবরস্থান দেখিয়ে ছাড়বে। নবী ﷺ বললেন ঃ হাঁ, তবে তেমনই।

٢٢٦٠. بَابُ عِيَادَةِ الْمُشْرِكِ.

২২৬০. পরিচ্ছেদ ঃ মুশরিক রোগীর দেখাশুনা করা

٥٢٥٥ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ غُلاَمًا لِيَهُوْدَ كَانَ يَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ فَمَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُوْدُهُ فَقَالَ أَسْلِمْ فَأَسْلَمَ * وَقَالَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْهِ لَمَّا حُضِرَ أَبُوْ طَالِبٍ جَاءَهُ النَّبِيُّ ﷺ -

৫২৫৫ সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ইয়াহূদীর ছেলে নবী ﷺ -এর খেদমত করত। ছেলেটির অসুখ হলে নবী ﷺ তাকে দেখতে এলেন। এরপর তিনি বললেন ঃ তুমি ইসলাম গ্রহণ করো। সে ইসলাম গ্রহণ করলো। সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আবূ তালিব মৃত্যুমুখে পতিত হলে নবী ﷺ তার কাছে এসেছিলেন।

٢٢٦١. بَابُ إِذَا عَادَ مَرِيْضًا فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّى بِهِمْ جَمَاعَةً

২২৬১. পরিচ্ছেদ ঃ কোন রোগীকে দেখতে গিয়ে সালাতের সময় হলে সেখানেই উপস্থিত লোকদের নিয়ে জামা'আতে সালাত আদায় করা

٥٢٥٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَبِيْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ يَعُوْدُوْنَهُ فِيْ مَرَضِهِ فَصَلَّى بِهِمْ جَالِسًا فَجَعَلُوْا يُصَلُّوْنَ قِيَامًا ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَجْلِسُوْا ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ إِنَّ الْإِمَامَ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا ، وَإِنْ صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا * قَالَ أَبُوْ عَبْدُ اللهِ قَالَ الْحُمَيْدِيُّ هٰذَا الْحَدِيْثُ مَنْسُوْخٌ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ آخِرُ مَا صَلَّى صَلَّى قَاعِدًا وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامٌ -

৫২৫৬ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ -এর অসুস্থতার সময় লোকজন তাঁকে দেখার জন্য তাঁর কাছে আসলে তিনি তাঁদের নিয়ে বসা অবস্থায় সালাত আদায় করেন। লোকজন তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে সালাত শুরু করেছিল, ফলে তিনি তাদের বসার জন্য ইশারা করেন। এরপর সালাত শেষ করে তিনি বললেন ঃ ইমাম হল এমন ব্যক্তি যাকে অনুসরণ করতে হয়। কাজেই সে যখন রুকু করবে তখন তোমরাও রুকু করবে। সে যখন মাথা উঠাবে, তোমরা মাথা উঠাবে। আর সে যখন বসে সালাত আদায় করবে, তখন তোমরাও বসে সালাত আদায় করবে।

banglainternet.com

আবূ আবদুল্লাহ্ বুখারী (র) বলেন, হুমায়দী (র) বলেছেন ঃ এই হাদীসটি রহিত হয়ে গেছে। কেননা, নবী ﷺ জীবনে শেষ যে সালাত আদায় করেছিলেন তাতে তিনি নিজে বসে আদায় করেন আর লোকজন তাঁর পেছনে ছিল দাঁড়ানো অবস্থায়।

٢٢٦٢ . بَابُ وَضْعِ الْيَدِ عَلَى الْمَرِيْضِ

২২৬২. পরিচ্ছেদ ঃ রোগীর দেহে হাত রাখা

٥٢٥٧ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ ابْنُ إِبْرَاهِيْمَ أَخْبَرَنَا الْجُعَيْدُ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ أَنَّ أَبَاهَا قَالَ تَشَكَّيْتُ بِمَكَّةَ شَكْوًا شَدِيْدًا ، فَجَاءَنِي النَّبِيُّ ﷺ يَعُوْدُنِيْ ، فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ إِنِّيْ أَتْرُكُ مَالاً وَإِنِّيْ لَمْ أَتْرُكْ إِلاَّ ابْنَةً وَاحِدَةً ، فَأُوْصِيْ بِثُلُثَيْ مَالِيْ وَأَتْرُكُ الثُّلُثَ ؟ فَقَالَ لاَ ، قُلْتُ فَأُوْصِيْ بِالنِّصْفِ وَأَتْرُكُ النِّصْفَ ؟ قَالَ لاَ ، قُلْتُ فَأُوْصِيْ بِالثُّلُثِ وَأَتْرُكُ لَهَا الثُّلُثَيْنِ ؟ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى وَجْهِيْ وَبَطْنِيْ ، ثُمَّ قَالَ : اللّٰهُمَّ اشْفِ سَعْدًا ، وَأَتْمِمْ لَهُ هِجْرَتَهُ، فَمَازِلْتُ أَجِدُ بَرْدَهُ عَلَى كَبِدِيْ فِيْمَا يُخَالُ إِلَيَّ حَتَّى السَّاعَةِ -

৫২৫৭ মাক্কী ইব্ন ইব্রাহীম (র)..... আয়েশা বিন্ত সাদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর পিতা বলেছেন, আমি যখন মক্কায় কঠিনভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ি তখন নবী ﷺ আমাকে দেখার জন্য আসেন। আমি বললাম ঃ হে আল্লাহ্র নবী! আমি সম্পদ রেখে যাচ্ছি। আর আমার একটি মাত্র কন্যা ছাড়া আর কেউ নেই। এ অবস্থায় আমি কি আমার দু'তৃতীয়াংশ সম্পদের ব্যাপারে অসীয়ত করে এক-তৃতীয়াংশ রেখে যাব? তিনি উত্তর দিলেন ঃ না। আমি বললাম ঃ তা হলে অর্ধেক রেখে দিয়ে আর অর্ধেকের ব্যাপারে অসীয়ত করে যেতে পারি। তিনি বললেন ঃ না। আমি বললাম ঃ তাহলে দু'তৃতীয়াংশ রেখে দিয়ে এক-তৃতীয়াংশের ব্যাপারে অসীয়ত করে যেতে পারি? তিনি উত্তর দিলেন ঃ এক-তৃতীয়াংশের পার, তবে এক-তৃতীয়াংশও অনেক। তারপর তিনি আমার কপালের উপর তাঁর হাত রাখলেন এবং আমার চেহারা ও পেটের উপর হাত বুলিয়ে বললেন ঃ হে আল্লাহ্, সা'দকে তুমি নিরাময় কর। তাঁর হিজরত পূর্ণ করতে দিন। আমি তাঁর হাতের হিমেল পরশ এখনও পাচ্ছি এবং মনে করি আমি তা কিয়ামত পর্যন্ত পাব।

٥٢٥٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ دَخَلْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُوْعَكُ فَمَسِسْتُهُ بِيَدِيْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّكَ تُوْعَكُ وَعْكًا شَدِيْدًا ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَجَلْ إِنِّيْ أُوْعَكُ كَمَا يُوْعَكُ

banglainternet.com

رَجُلاَنِ مِنْكُمْ فَقُلْتُ ذٰلِكَ أَنَّ لَكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَجَلْ ، ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيْبُهُ أَذًى مَرَضٌ فَمَا سِوَاهُ ، إِلاَّ حَطَّ اللهُ لَهُ سَيِّئَاتِهِ ، كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا -

৫২৫৮ কুতায়বা (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে প্রবেশ করলাম। তখন তিনি ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন। আমি তাঁর গায়ে আমার হাত বুলালাম এবং বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কঠিন জ্বরে আক্রান্ত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন হাঁ! আমি এমন কঠিন জ্বরে আক্রান্ত হই, যা তোমাদের দু'জনের হয়ে থাকে। আমি বললাম ঃ এটা এ জন্য যে, আপনার জন্য প্রতিদানও হল দ্বিগুণ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন হাঁ! এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ যে কোন মুসলিম ব্যক্তির উপর কোন যন্ত্রণা, রোগ ব্যাধি বা এ ধরনের অন্য কিছু আপতিত হলে তাতে আল্লাহ্ তাঁর গুনাহগুলো ঝরিয়ে দেন, যে ভাবে গাছ তার পাতাগুলো ঝরিয়ে ফেলে।

٢٢٦٣. بَابُ مَا يُقَالُ لِلْمَرِيْضِ ، وَمَا يُجِيْبُ

২২৬৩. পরিচ্ছেদ ঃ রোগীর সামনে কি বলতে হবে এবং তাকে কি জবাব দিতে হবে

٥٢٥٩ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ مَرَضِهِ فَمَسِسْتُهُ وَهُوَ يُوْعَكُ وَعْكًا شَدِيْدًا فَقُلْتُ إِنَّكَ لَتُوْعَكُ وَعْكًا شَدِيْدًا ، وَ ذٰلِكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ قَالَ أَجَلْ وَمَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيْبُهُ أَذًى إِلاَّ حَاتَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ كَمَا تُحَاتُّ وَرَقُ الشَّجَرِ -

৫২৫৯ কাবীসা (রা)..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর অসুস্থতার সময় তাঁর কাছে এলাম। এরপর তাঁর শরীরে হাত বুলালাম। এ সময় তিনি কঠিন জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন। আমি বললাম ঃ আপনি কঠিন জ্বরে আক্রান্ত এবং এটা এ জন্য যে আপনার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সাওয়াব। তিনি বললেন ঃ হাঁ! কোন মুসলিম ব্যক্তির উপর কোন কষ্ট আপতিত হলে তার উপর থেকে গুনাহ্গুলো এভাবে ঝরে যায়, যেভাবে বৃক্ষ থেকে পাতা ঝরে যায়।

٥٢٦٠ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ يَعُوْدُهُ ، فَقَالَ لاَ بَأْسَ طَهُوْرٌ إِنْ شَاءَ اللهُ، فَقَالَ كَلاَّ بَلْ حُمَّى تَفُوْرُ، عَلَى شَيْخٍ كَبِيْرٍ ، كَيْمَا تُزِيْرَهُ ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَنَعَمْ إِذًا -

banglainternet.com

৫২৬০ ইসহাক (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক রোগীকে দেখার জন্য তার কাছে প্রবেশ করলেন। তখন তিনি বলেনঃ কোন ক্ষতি নেই, ইন্‌শাআল্লাহ্ গুনাহ্ থেকে তোমার পবিত্রতা লাভ হবে। রোগী বলে উঠল ঃ কখনো না বরং এটি এমন জ্বর, যা এক অতি বৃদ্ধের গায়ে টগবগ করছে। আশংকা হয় যেন তাকে কবরে পৌঁছাবে। নবী ﷺ বললেন ঃ হাঁ, হবে তাই।

٢٢٦٤. بَابُ عِيَادَةِ الْمَرِيْضِ رَاكِبًا وَمَاشِيًا وَرَدِفًا عَلَى الْحِمَارِ

২২৬৪. পরিচ্ছেদ ঃ রোগীর দেখাশুনা করা, অশ্বারোহী অবস্থায়, পায়ে চলা অবস্থায় এবং গাধার পিঠে সাওয়ারী অবস্থায়

٥٢٦١ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ عَلَى إِكَافٍ عَلَى قَطِيفَةٍ فَدَكِيَّةٍ ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ وَرَاءَهُ يَعُوْدُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ فَسَارَ حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُوْلَ ، وَذٰلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللهِ وَفِي الْمَجْلِسِ أَخْلاَطٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ عَبَدَةِ الأَوْثَانِ وَالْيَهُوْدِ، وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ، فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ خَمَّرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ ، قَالَ لاَ تُغَبِّرُوْا عَلَيْنَا ، فَسَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ وَوَقَفَ وَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللهِ فَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ إِنَّهُ لاَ أَحْسَنَ مِمَّا تَقُوْلُ إِنْ كَانَ حَقًّا ، فَلاَ تُؤْذِنَا بِهِ فِيْ مَجْلِسِنَا وَارْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ فَمَنْ جَاءَكَ فَاقْصُصْ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ رَوَاحَةَ بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَاغْشَنَا بِهِ فِيْ مَجَالِسِنَا فَإِنَّا نُحِبُّ ذٰلِكَ ، فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُوْنَ وَالْمُشْرِكُوْنَ وَالْيَهُوْدُ حَتَّى كَادُوْا يَتَثَاوَرُوْنَ فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى سَكَتُوْا فَرَكِبَ النَّبِيُّ ﷺ دَابَّتَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ أَيْ سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُوْ حُبَابٍ يُرِيْدُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ ، قَالَ سَعْدٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَعْفُ عَنْهُ وَاصْفَحْ ، فَلَقَدْ أَعْطَاكَ اللهُ مَا أَعْطَاكَ ، وَلَقَدْ أَجْتَمِعُ أَهْلُ هٰذِهِ الْبَحْرَةِ أَنْ يُتَوِّجُوْهُ فَيُعَصِّبُوْهُ ، فَلَمَّا رَدَّ ذٰلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِيْ أَعْطَاكَ شَرِقَ بِذٰلِكَ الَّذِيْ فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ

banglainternet.com

৫২৬১ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন বুকায়র (র)..... উসামা ইব্‌ন যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একটি গাধার পিঠে আরোহণ করলেন। গাধাটির পিঠে ছিল 'ফাদক' এলাকায় তৈরী চাদর

মোড়ানো একটি গদি। তিনি নিজের পেছনে উসামা (রা)-কে বসিয়ে অসুস্থ সাদ ইব্‌ন উবাদা (রা)-কে দেখতে গিয়েছিলেন। এটা বদর যুদ্ধের পূর্বেকার ঘটনা। নবী ﷺ চলতে চলতে এক পর্যায়ে এক মজলিসের পাশ অতিক্রম করতে লাগলেন। সেখানে ছিল আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় ইব্‌ন সালূল। এ ঘটনা ছিল আবদুল্লাহ্‌র ইসলাম গ্রহণের আগের। মজলিসটির মধ্যে মুসলিম, মুশরিক, মূর্তিপূজক ও ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের লোকও ছিল। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা)-ও সে মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। সাওয়ারী জানোয়ারটির পায়ের ধুলা-বালু যখন মজলিসের লোকদের মাঝে উড়তে লাগল, তখন 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় তার চাদর দিয়ে নিজের নাক চেপে ধরল এবং বলল ঃ আমাদের উপর ধুলা-বালু উড়াবেন না। নবী ﷺ সালাম দিলেন এবং নীচে অবতরণ করে তাদের আল্লাহ্‌র প্রতি আহবান জানালেন। এরপর তিনি তাদের সামনে কুরআন পাঠ করলেন। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় তাঁকে বলল ঃ জনাব, আপনি যা বলেছেন আমার কাছে তা পছন্দনীয় নয়। যদি এ সব কথা সত্য হয়, তাহলে আপনি এ মজলিসে আমাদের কষ্ট দিবেন না। বরং আপনি নিজ বাড়ীতে চলে যান এবং সেখানে যে আপনার কাছে যাবে, তার কাছে এসব বৃত্তান্ত প্রকাশ করবেন। ইব্‌ন রাওয়াহা বলে উঠলেন ঃ অবশ্যই, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এসব বক্তব্য নিয়ে আমাদের মজলিসে আসবেন। আমরা এগুলো পছন্দ করি। এরপর মুসলিম, মুশরিক, ও ইয়াহূদীদের মধ্যে বাকবিতন্ডা আরম্ভ হয়ে গেল, এমন কি তারা পরস্পর মারামারি করতে উদ্যত হলো। নবী ﷺ তাদের শান্ত ও নীরব করতে চেষ্টা করতে থাকেন। অবশেষে সবাই শান্ত হলে নবী ﷺ সাওয়ারীর উপর আরোহণ করেন এবং সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা)-এর বাড়ীতে প্রবেশ করেন। এরপর তিনি তাঁকে অর্থাৎ সা'দ (রা)-কে বললেন ঃ তুমি কি শুনতে পাওনি আবূ হুবাব অর্থাৎ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় কি উক্তি করেছে? সা'দ (রা) উত্তর দিলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাকে ক্ষমা করুন এবং উপেক্ষা করুন। আল্লাহ্ আপনাকে যে মর্যাদা দান করার ইচ্ছা করেছেন তা দান করেছেন। আমাদের এ উপ-দ্বীপ এলাকার লোকজন একমত হয়েছিল তাকে রাজমুকুট পরিয়ে দেওয়ার জন্য এবং তাকে নেতৃত্ব দান করার জন্য। এরপর যখন আপনাকে আল্লাহ্ যে হক ও সত্য দান করেছেন তখন এর দ্বারা তার ইচ্ছা পন্ড হয়ে গেল। এতে সে গভীর মনোক্ষুণ্ন হল। আর আপনি তার যে আচরণ দেখলেন, তার কারণ এটিই।

٥٢٦٢ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدٍ هُوَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ نِي النَّبِيُّ ﷺ يَعُوْدُنِيْ لَيْسَ بِرَاكِبٍ بَغْلٍ وَلَا بِرْذَوْنٍ -

৫২৬২ আমর ইব্‌ন আব্বাস (র).... জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমার অসুস্থতা দেখার জন্য আমার কাছে এসেছিলেন। এ সময় তিনি না কোন গাধার পিঠে আরোহী ছিলেন, আর না কোন ঘোড়ার পিঠে ছিলেন।

banglainternet.com

٢٢٦٥. بَابُ قَوْلِ الْمَرِيْضِ إِنِّيْ وَجِعٌ أَوْ وَارَأْسَاهُ أَوِ اشْتَدَّ بِيَ الْوَجَعُ ، وَقَوْلِ أَيُّوْبَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ

২২৬৫. পরিচ্ছেদ ঃ রোগীর উক্তি "আমি যাতনাগ্রস্ত" কিংবা আমার মাথা গেল, কিংবা আমার যন্ত্রণা প্রচন্ড আকার ধারণ করেছে এর বর্ণনা। আর আইয়ূব (আ)-এর উক্তি ঃ হে আমার রব। আমাকে কষ্ট-যাতনা স্পর্শ করেছে অথচ তুমি তো পরম দয়ালু

٥٢٦٣ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِيْ نَجِيْحٍ وَأَيُّوْبَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا أُوْقِدُ تَحْتَ الْقِدْرِ فَقَالَ أَيُؤْذِيْكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ قُلْتُ نَعَمْ فَدَعَا الْحَلاَّقَ فَحَلَقَهُ ثُمَّ أَمَرَنِيْ بِالْفِدَاءِ -

৫২৬৩ কাবীসা (র)..... কা'ব ইব্ন উজরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ পথ অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন, এ সময় আমি পাতিলের নীচে লাকড়ী জ্বালাচ্ছিলাম। তিনি বললেন ঃ তোমার মাথার উকুন কি তোমাকে খুব যন্ত্রণা দিচ্ছে। আমি বললাম ঃ জ্বি-হাঁ। তখন তিনি নাপিত ডাকলেন। সে মাথা মুড়িয়ে দিল। তারপর নবী ﷺ আমাকে 'ফিদ্ইয়া' আদায় করে দিতে আদেশ করলেন।

٥٢٦٤ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَبُوْ زَكَرِيَّاءَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ وَارَأْسَاهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ذَاكِ لَوْ كَانَ وَ أَنَا حَيٌّ فَأَسْتَغْفِرُ لَكِ وَأَدْعُوْ لَكِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ وَاثُكْلِيَاهُ وَاللهِ إِنِّيْ لاَ ظُنُّكَ تُحِبُّ مَوْتِيْ وَلَوْ كَانَ ذَاكَ لَظَلَلْتَ آخِرَ يَوْمِكَ مُعَرِّسًا بِبَعْضِ أَزْوَاجِكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَلْ أَنَا وَارَأْسَاهُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَوْ أَرَدْتُ أَنْ أُرْسِلَ إِلَى أَبِيْ بَكْرٍ وَابْنِهِ وَاعْهَدَ أَنْ يَقُوْلَ الْقَائِلُوْنَ . أَوْ يَتَمَنَّى الْمُتَمَنُّوْنَ ، ثُمَّ قُلْتُ يَأْبَى اللهُ وَيَدْفَعُ الْمُؤْمِنُوْنَ ، أَوْ يَدْفَعُ اللهُ وَيَأْبَى الْمُؤْمِنُوْنَ.

৫২৬৪ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আবূ যাকারিয়্যা (রা)..... কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) বলেছিলেন 'হায় যন্ত্রণায় আমার মাথা গেল।' তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ যদি এমনটি হয় আর আমি জীবিত থাকি তাহলে আমি তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবো, তোমার জন্য দু'আ করবো। আয়েশা (রা) বললেন ঃ হায় আফসুস, আল্লাহ্র কসম। আমার মনে হয় আপনি আমার মৃত্যুকে পছন্দ করেন। আর এমনটি হলে আপনি পরের দিনই আপনার অন্যান্য সহধর্মিণীদের সংগে রাত যাপন করতে পারবেন। নবী ﷺ বললেন ঃ বরং আমি আমার মাথা গেল বলার বেশী যোগ্য। আমি তো ইচ্ছা করেছিলাম কিংবা বলেছেন, আমি ঠিক করেছিলাম ঃ আবূ বক্র (রা) ও তার ছেলের নিকট সংবাদ পাঠাবো এবং অসীয়ত করে যাবো, যেন

banglainternet.com

লোকদের কিছু বলার অবকাশ না থাকে কিংবা আজ্ঞাকারীদের কোন আকাঙ্ক্ষা করার অবকাশ না থাকে। তারপর ভাবলাম। আল্লাহ্ (আবূ বক্‌র ব্যতীত অন্য কেউ খিলাফতের আকাঙ্ক্ষা করুক) তা অপছন্দ করবেন, মু'মিনগণ তা পরিহার করবেন। কিংবা তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা পরিহার করবেন এবং মু'মিনগণ তা অপছন্দ করবেন।

٥٢٦٥ حَدَّثَنَا مُوْسٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ مُوْسٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُوْعَكُ فَمَسِسْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّكَ لَتُوْعَكُ وَعْكًا شَدِيْدًا ، قَالَ أَجَلْ ، كَمَا يُوْعَكُ رَجُلاَنِ مِنْكُمْ ، قَالَ لَكَ أَجْرَانِ ؟ قَالَ نَعَمْ ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيْبُهُ أَذًى مَرَضٌ فَمَا سِوَاهُ إِلاَّ حَطَّ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِ ، كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا -

৫২৬৫ মূসা (র)..... ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর কাছে গেলাম। তখন তিনি জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন। আমি তাঁর গায়ে আমার হাত রাখলাম এবং বললাম ঃ আপনি কঠিন জ্বরে ভুগছেন। তিনি বললেন ঃ হাঁ যেমনটি তোমাদের দু'জনকে ভুগতে হয়। ইব্‌ন মাসউদ (রা) বললেন ঃ আপনার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সাওয়াব। তিনি বললেন ঃ হাঁ কোন মুসলিম ব্যক্তি, কোন কষ্ট বা রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় কিংবা অন্য কোন যন্ত্রণায় নিপতিত হয়, আল্লাহ্ তার গুনাহসমূহ মোচন করে দেন, যেমনভাবে বৃক্ষ তার পাতাসমূহ ঝেড়ে ফেলে।

٥٢٦٦ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ إِسْمَاعِيْلُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ جَاءَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعُوْدُنِيْ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِيْ زَمَنَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقُلْتُ بَلَغَ بِيْ مَا تَرَى وَأَنَا ذُوْ مَالٍ وَلاَ يَرِثُنِيْ إِلاَّ ابْنَةٌ لِيْ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِيْ ؟ قَالَ لاَ ، قُلْتُ بِالشَّطْرِ ؟ قَالَ لاَ ، قُلْتُ الثُّلُثُ ؟ قَالَ الثُّلُثُ كَثِيْرٌ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ وَلَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِيْ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ إِلاَّ أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِيْ فِيْ امْرَأَتِكَ -

৫২৬৬ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র)..... আমির ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের সময় আমার রোগ কঠিন আকার ধারণ করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের দেখতে আসলেন। আমি বললাম ঃ (মৃত্যু) আমার সন্নিকটে এসে গেছে যা আপনি দেখতে পাচ্ছেন অথচ আমি একজন বিত্তবান ব্যক্তি। একটি মাত্র কন্যা ছাড়া আমার কোন ওয়ারিস নেই। এখন আমি আমার সম্পদের দু'তৃতীয়াংশ সাদকা করতে পারি কি? তিনি উত্তর দিলেন ঃ না। আমি বললাম ঃ তাহলে অর্ধেক?

banglainternet.com

তিনি বললেন ঃ না। আমি বললাম ঃ এক তৃতীয়াংশ। তিনি বললেন ঃ এও অনেক বেশী। নিশ্চয়ই তোমার ওয়ারিসদের স্বাবলম্বী রেখে যাওয়াই উত্তম তাদের নিঃস্ব ও মানুষের দ্বারগ্রস্ত বানিয়ে যাওয়ার চাইতে। আর তুমি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করে যে ব্যয়ই কর না কেন, তার বিনিময়ে তোমাকে সাওয়াব দেওয়া হবে। এমন কি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যে আহার তুলে দাও, তাতেও।

٢٢٦٦ . بَابُ قَوْلِ الْمَرِيضِ قُومُوا عَنِّي

২২৬৬. পরিচ্ছেদ ঃ তোমরা উঠে যাও, রোগীর এ কথা বলা

৫২৬৭ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ لَمَّا حَضَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلُمَّ اكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لاَ تَضِلُّوْا بَعْدَهُ ، فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ ، حَسْبُنَا كِتَابُ اللهِ ، فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ فَاخْتَصَمُوْا ، مِنْهُمْ مَنْ يَقُوْلُ قَرِّبُوْا يَكْتُبْ لَكُمُ النَّبِيُّ ﷺ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَهُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُوْلُ مَا قَالَ عُمَرُ ، لَمَّا أَكْثَرُوْا اللَّغْوَ وَالاِخْتِلاَفَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قُومُوْا قَالَ عُبَيْدُ اللهِ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذٰلِكَ الْكِتَابَ مِنِ اخْتِلاَفِهِمْ وَلَغَطِهِمْ -

৫২৬৭ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)...... আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইন্তিকালের সময় ঘনিয়ে এলো, তখন ঘরের মধ্যে অনেক মানুষের সমাবেশ ছিল। যাঁদের মধ্যে উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-ও ছিলেন। তখন নবী ﷺ (রোগ যন্ত্রণায় কাতর অবস্থায়) বললেনঃ লও, আমি তোমাদের জন্য কিছু লিখে দেব, যাতে পরবর্তীতে তোমরা বিভ্রান্ত না হও। তখন উমর (রা) বললেন ঃ নবী ﷺ-এর উপর রোগ যাতনা তীব্রতর হয়ে উঠেছে, আর তোমাদের নিকট কুরআন বিদ্যমান। আর আল্লাহ্‌র কিতাবই আমাদের জন্য যথেষ্ট। এ সময়ে আহলে বায়তের মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হল। তাঁরা বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হলেন, তন্মধে কেউ কেউ বলতে লাগলেন ঃ নবী ﷺ-এর কাছে কাগজ পৌছিয়ে দাও এবং তিনি তোমাদের জন্য কিছু লিখে দেবেন, যাতে পরবর্তীতে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট না হও। আবার তাদের মধ্যে অন্যরা উমর (রা) যা বললেন, তা বলে যেতে লাগলেন। এভাবে নবী ﷺ-এর কাছে তাঁদের বাকবিতণ্ডা ও মতানৈক্য বেড়ে চলল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমরা উঠে যাও। উবায়দুল্লাহ্ (রা) বলেন ঃ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলতেন, বড় মুসীবত হল লোকজনের সেই মতানৈক্য ও তর্ক-বিতর্ক, যা নবী ﷺ ও তাঁর সেই লিখে দেওয়ার মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল।

banglainternet.com

٢٢٦٧ . بَابُ مَنْ ذَهَبَ بِالصَّبِيِّ الْمَرِيضِ لِيُدْعَى لَهُ

২২৬৭. পরিচ্ছেদ ঃ দু'আর উদ্দেশ্যে অসুস্থ শিশুকে নিয়ে যাওয়া

٥٢٦٨ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ هُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْجُعَيْدِ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ يَقُولُ ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَجِعٌ فَمَسَحَ رَأْسِي وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ وَقُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَمِ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ زِرِّ الْحَجَلَةِ -

৫২৬৮ ইবরাহীম ইবন হামযা (র)..... সায়েব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খালা আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে নিয়ে গেলেন। এরপর তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার বোনের ছেলেটি অসুস্থ। তখন নবী ﷺ আমার মাথায় হাত বুলালেন এবং আমার জন্য বরকতের দু'আ করলেন। এরপর তিনি অযূ করলেন। আমি তাঁর অযূর অবশিষ্ট পানি পান করলাম এবং তাঁর পিঠের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। তখন আমি মোহরে নবুওয়াতের দিকে তাকিয়ে দেখলাম সেটি তার দু'কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত এবং খাটিয়ার গোল ঘুন্টির মত।

٢٢٦٨ . بَابُ تَمَنِّي الْمَرِيضِ الْمَوْتَ

২২৬৮. পরিচ্ছেদ ঃ রোগীর মৃত্যু কামনা করা

٥٢٦٩ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ مِنْ ضُرٍّ أَصَابَهُ، فَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً ، فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي، مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي ، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي .

৫২৬৯ আদাম (র)..... আনাস ইবন মালিক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেনঃ তোমাদের কেউ দুঃখ দৈন্যে নিপতিত হওয়ার কারণে যেন মৃত্যু কামনা না করে। যদি এমন একটা কিছু করতেই হয়, তা হলে সে যেন বলে ঃ হে আল্লাহ্! আমাকে জীবিত রাখ, যতদিন পর্যন্ত আমার জন্য জীবিত থাকা কল্যাণকর হয় এবং আমাকে মৃত্যু দাও, যখন আমার জন্য মৃত্যু কল্যাণকর হয়।

٥٢٧٠ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابٍ نَعُودُهُ وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعَ كَيَّاتٍ فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَنَا الَّذِينَ سَلَفُوا مَضَوْا وَلَمْ تَنْقُصْهُمُ الدُّنْيَا وَإِنَّا أَصَبْنَا مَا لاَ نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلاَّ التُّرَابَ وَلَوْلاَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى وَهُوَ يَبْنِي حَائِطًا لَهُ فَقَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ يُؤْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُنْفِقُهُ إِلاَّ فِي شَيْءٍ يَجْعَلُهُ فِي هَذَا التُّرَابِ -

banglainternet.com

৫২৭০ আদাম (র)..... কায়স ইব্‌ন আবূ হাযিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা অসুস্থ খাব্বাব (রা) কে দেখতে গেলাম। এ সময় (তাঁর পেটে চিকিৎসার জন্য) সাতবার দাগ লাগানো হয়েছিল। তখন তিনি বললেন ঃ আমাদের সংগীরা যাঁরা (পূর্বেই) ইন্তিকাল করেছেন তাঁরা এমতাবস্থায় চলে গেছেন যে, দুনিয়া তাঁদের আমলের সাওয়াবে কোন রকম কমতি করতে পারেনি। আর আমরা এমন জিনিস লাভ করেছি, যা মাটি ছাড়া অন্য কোথাও রাখার জায়গা পাচ্ছি না। যদি নবী ﷺ আমাদের মৃত্যুর জন্য দু'আ কামনা করতে নিষেধ না করতেন, তবে আমি মৃত্যুর জন্য দু'আ করতাম। এরপর আমরা অন্য এক সময় তাঁর কাছে এসেছিলাম। তখন তিনি তাঁর বাগানের দেয়াল তৈরী করছিলেন। তিনি বললেন ঃ মুসলমান ব্যক্তিকে তাঁর সকল প্রকার ব্যয়ের উপর সওয়াব দান করা হয়, তবে এ মাটিতে স্থাপিত জিনিসের কথা ভিন্ন।

٥٢٧١ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ لَنْ يَدْخُلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةَ ، قَالُوْا وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ لاَ ، وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ فَسَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا وَلاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ خَيْرًا ، وَإِمَّا مُسِيْئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتِبَ -

৫২৭১ আবুল ইয়ামান (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের কাউকে তার নেক আমল জান্নাতে প্রবেশ করাতে সক্ষম হবে না। লোকজন প্রশ্ন করল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! অপনাকেও নয়? তিনি বললেন ঃ আমাকেও নয়, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ আমাকে তাঁর করুণা ও মেহেরবানীর দ্বারা ঢেকে না দেন। কাজেই মধ্যপন্থা অবলম্বন কর এবং নৈকট্য লাভের চেষ্টা করে যাও। আর তোমাদের মধ্যে কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। কেননা, সে ভাল লোক হলে (বেশী বয়স পাওয়ার দরুন) তার নেক আমল বৃদ্ধি পাওয়ার সুযোগ পাবে। পক্ষান্তরে মন্দ লোক হলে সে লজ্জিত হয়ে তওবা করার সুযোগ লাভ করতে পারবে।

٥٢٧٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَ هُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَيَّ يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِي وَارْحَمْنِي وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيْقِ -

৫২৭২ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ শায়বা (রা)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ কে আমার পায়ের উপর হেলান দেওয়া অবস্থায় বলতে শুনেছি ঃ হে আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা করে দাও, আমার প্রতি অনুগ্রহ কর, আর আমাকে মহান বন্ধুর সংগে মিলিয়ে দাও।

banglainternet.com

٢٢٦٩ . بَابُ دُعَاءِ الْعَائِدِ لِلْمَرِيْضِ ، وَ قَالَتْ عَائِشَةُ بِنْتِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْهَا اللّٰهُمَّ اشْفِ سَعْدًا ، قَالَهُ النَّبِيُّ ﷺ

২২৬৯. পরিচ্ছেদ ঃ রোগীর জন্য পরিচর্যাকারীর দু'আ করা। 'আয়েশা বিনত সা'দ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ হে আল্লাহ্ সা'দকে নিরাময় কর

٥٢٧٣ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَتَى مَرِيْضًا أَوْ أُتِيَ بِهِ قَالَ أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِيْ لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا قَالَ عَمْرُو بْنُ أَبِيْ قَيْسٍ وَإِبْرَاهِيْمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ وَأَبِي الضُّحٰى إِذَا أَتَى بِالْمَرِيْضِ * وَقَالَ جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ أَبِي الضُّحٰى وَحْدَهُ ، وَقَالَ إِذَا أَتَى مَرِيْضًا -

৫২৭৩ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র)..... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিয়ম ছিল, তিনি যখন কোন রোগীর কাছে আসতেন কিংবা তাঁর নিকট যখন কোন রোগীকে আনা হত, তখন তিনি বলতেন ঃ কষ্ট দূর করে দাও। হে মানুষের রব, শেফা দান কর, তুমিই একমাত্র শেফাদানকারী। তোমার শেফা ব্যতীত অন্য কোন শেফা নেই। এমন শেফা দান কর যা সামান্য রোগকেও অবশিষ্ট না রাখে। আমর ইব্ন আবূ কায়স ও ইব্রাহীম ইব্ন তুহমান হাদীসটি মানসূর, ইব্রাহীম ও আবুযযোহা থেকে إِذَا أُتِيَ بِالْمَرِيْضِ "যখন কোন রোগীকে আনা হতো", এভাবে বর্ণনা করেছেন। জারীর হাদীসটি মানসূর, আবুযযোহা সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি "যখন রোগীর কাছে আসতেন" এ শব্দসহ বর্ণনা করেছেন।

٢٢٧٠ . بَابُ وَضُوْءِ الْعَائِدِ لِلْمَرِيْضِ

২২৭০. পরিচ্ছেদ ঃ রোগীর পরিচর্যাকারীর অযূ করা

٥٢٧٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا مَرِيْضٌ فَتَوَضَّأَ فَصَبَّ عَلَيَّ أَوْ قَالَ صُبُّوْا عَلَيْهِ فَعَقَلْتُ فَقُلْتُ لاَ يَرِثُنِيْ إِلاَّ كَلاَلَةً ، فَكَيْفَ الْمِيْرَاثُ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ -

৫২৭৪ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমার কাছে প্রবেশ করলেন, তখন আমি ছিলাম অসুস্থ। তিনি অযূ করলেন। এরপর আমার শরীরের উপর অযূর পানি ছিটিয়ে দিলেন। কিংবা বর্ণনাকারী বলেছেন ঃ এরপর তিনি

banglainternet.com

উপস্থিত লোকদের বলেছেন ঃ তার শরীরে পানি ছিটিয়ে দাও। ফলে আমি চেতনা ফিরে পেলাম। আমি বললাম ঃ কালালাহ্ (পিতাও নেই, সন্তানও নেই) ব্যতীত আমার কোন ওয়ারিস নেই। সুতরাং আমার পরিত্যক্ত সম্পদ কিভাবে বন্টন করা হবে? তখন ফারায়েয সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হয়।

٢٢٧١ . بَابُ مَنْ دَعَا بِرَفْعِ الْوَبَاءِ وَالْحُمَّى

২২৭১. পরিচ্ছেদ ঃ জ্বর, প্লেগ ও মহামারী দূরীভূত হওয়ার জন্য কোন ব্যক্তির দু'আ করা

٥٢٧٥ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وُعِكَ أَبُوْ بَكْرٍ وَبِلَالٌ قَالَتْ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا ، فَقُلْتُ يَا أَبَتِ كَيْفَ تَجِدُكَ وَيَا بِلَالُ كَيْفَ تَجِدُكَ قَالَتْ وَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَّى يَقُوْلُ :

كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِيْ أَهْلِهِ + وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ

وَكَانَ بِلَالٌ إِذَا أُقْلِعَتْ عَنْهُ يَقُوْلُ:

أَلَا لَيْتَ شِعْرِيْ هَلْ أَبِيْتَنَّ لَيْلَةً + بِوَادٍ وَحَوْلِيْ إِذْخِرٌ وَ جَلِيْلُ

وَ هَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مَجَنَّةٍ + وَهَلْ تَبْدُوَنْ لِيْ شَامَةٌ وَطَفِيْلُ

قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَجِئْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اللّٰهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ وَصَحِّحْهَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ صَاعِهَا وَمُدِّهَا وَانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ -

৫২৭৫ ইসমা'ঈল (র)..... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী ﷺ (মদীনা) আসলেন, তখন আবূ বক্‌র (রা) ও বিলাল (রা) জ্বরাক্রান্ত হলেন। তিনি বলেন ঃ আমি তাঁদের কাছে গেলাম এবং বললাম ঃ আব্বাজান, আপনার কাছে কেমন লাগছে? হে বিলাল! আপনি কিরূপ অনুভব করছেন? তিনি বললেন ঃ আবূ বক্‌র (রা) যখন জ্বরাক্রান্ত হতেন তখন তিনি আবৃত্তি করতেন, "সব মানুষ সুপ্রভাত ভোগ করে আপন পরিবার পরিজন নিয়ে। আর মৃত্যু অপেক্ষমান থাকে তার জুতার ফিতার চাইতেও সন্নিকটে" আর বিলাল (রা)-এর নিয়ম ছিল যখন তাঁর জ্বর ছেড়ে যেত, তিনি তখন স্বর উচ্চৈস্বরে বলতেন ঃ হায়! আমি যদি লাভ করতাম একটি রাত কাটানোর সুযোগ এমন উপত্যকায় যেখানে আমার পাশে আছে ইযখির ও জালীল ঘাস। যদি আমার অবতরণ হতো কোন দিন মাযিন্না অঞ্চলের কূপের কাছে, যদি আমার চোখে ভেসে আসতো শামা ও তাফীল। 'আয়েশা (রা) বলেন, এরপর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে গেলাম এবং তাঁকে সংবাদ দিলাম। তখন তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ্! আমাদের কাছে মদীনাকে প্রিয় বানিয়ে দাও, যেভাবে আমাদের কাছে প্রিয় ছিল মক্কা এবং মদীনাকে স্বাস্থ্যকর বানিয়ে দাও। আর মদীনার মুদ্দ ও সা'কে বরকতময় করে দাও এবং মদীনার জ্বরকে স্থানান্তরিত করে 'জুহ্‌ফা' অঞ্চলে স্থাপন করে দাও।

banglainternet.com